গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবানের
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

Web : ksibandarban.portal.gov.bd
E-mail : dir.ksibban@gmail.com

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩

প্রকাশকাল
১৪ অক্টোবর ২০২৩

সম্পাদক
মং নু চিং
পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

সহযোগী সম্পাদক
লীলা মুরুং
সহকারী পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

সহযোগিতায়
অংছাইন চাক
উচ্চমান সহকারী
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

©
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
বনতুলি এ্যাড
উজানী পাড়া, বান্দরবান।
মোবাইল : ০১৫৫৮৬০৩০৬৬

চেয়ারম্যান
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

বাণী

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও জীবনধারার উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করে তাদের সংস্কৃতি চর্চা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমকে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি উপজেলায় অধিকতর বিস্তৃতকরণ এবং ইনস্টিটিউটের সার্বিক কর্মকান্ড আরও গণবান্ধব, গতিশীল করার জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে যুগোপযোগীকরণ, উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার নিশ্চিতকরণ এ প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও বর্ণমালা এবং তাদের বিলুপ্ত-প্রায় লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারে এ ইনস্টিটিউটের বিশেষ অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এ প্রকাশনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ক্য শৈ হ্লা

মুখবন্ধ

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০১ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠার পর হতে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খিয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পাহাড়ি-বাঙালি বহু ভাষাভাষী বহু জাতি-গোষ্ঠীর বহুরঙা সংস্কৃতি আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যে লালিত এ জেলাবাসী সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে সফল ভূমিকা রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতেই এ ইনস্টিটিউটের অব্যাহত অগ্রযাত্রা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়েছে। এ আইন জারির প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ইনস্টিটিউটের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর সচিত্র তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ইনস্টিটিউটের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলি সন্নিবেশিত হয়েছে। তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি ও ত্রুটির জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ প্রকাশনার জন্য সকলের পরামর্শ একান্তভাবে কাম্য। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মং নু চিং
পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।

ভূমিকা :

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০১ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠার পর হতে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খিয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পাহাড়ি-বাঙালি বহু ভাষাভাষী বহু জাতি-গোষ্ঠীর বহুরঙা সংস্কৃতি আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যে লালিত এ জেলাবাসী সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে সফল ভূমিকা রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতেই এ ইনস্টিটিউটের অব্যাহত অগ্রযাত্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯)'এর প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সেবা, কর্মসূচি ইত্যাদি ভার্চুয়াল মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগ্রহণের নিকট পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস :

প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের দিগন্তজোড়া সমভূমির একপাশে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের সুগভীর জলরাশি; আর সুনীল সাগরের অবিরাম ঢেউয়ের ওপর বয়ে যাওয়া হিমেল হাওয়া নিরন্তর আঁছড়ে পড়ছে যার উদ্ধত শিখরে তা বাংলাদেশের আকাশছোঁয়া সীমানা এদেশের সর্বোচ্চ শিখর তাজিনডং ও ক্যাওক্রাডং'এর দুর্গম গিরিশোভামন্ডিত মনোহর এক আরণ্য জনপদ --- বান্দরবান। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জীব বৈচিত্র্য, জাতি বৈচিত্র্য আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য --- বান্দরবানের পরতে পরতে বৈচিত্র্যের ছাপ। এত বৈচিত্র্যের মাঝেও এক সুর এক ছন্দ --- যেন বৈচিত্র্যের মহামিলন (Unity in diversity)। একমাত্র বান্দরবান পার্বত্য জেলাতেই রয়েছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১১টি তথা সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস; যথা : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খিয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া। এত অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একত্রে বসবাস বাংলাদেশে অন্য কোন জেলাতে নেই। তাই স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পাহাড়ি-বাঙালি বহু ভাষাভাষী বহু জাতি-গোষ্ঠীর বহুরঙা সংস্কৃতির ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দময় পরিবেশে সহাবস্থান এ জেলাকে করে তুলেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবচেয়ে মনোরম ও শান্তিপূর্ণ জনপদ। আর বান্দরবান হয়ে রয়েছে বর্ণালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র। অথচ দুর্গম সব পাহাড়-পর্বত আর শ্বাপদসঙ্কুল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা, বিশেষত তাদের লোকসংস্কৃতি এখনও রয়ে গেছে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারা থেকে অনেক দূরে।

এবংবিধ পটভূমিকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগের স্মারক নং - এফ.২ /৪৯/৭৬-(সি)/৫০০/৭ তারিখ : ২২.০৬.১৯৭৬ মোতাবেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের জীবনধারা ও তাদের রীতিনীতি ও প্রথার উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে **উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট** প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে দেশের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের

মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হয়। ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (তৎকালীন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগের) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে অর্পণ অবধি এ ইনস্টিটিউটকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে একটি প্রকল্প আকারে পরিচালনা করা হয়। অতঃপর মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৩০.০৩.১৯৮৫ তারিখের সদয় অনুমোদন অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং - শাঃসঃ ২/২-১৭/৮১/৫৬৫ তারিখ : ৩১.০৩.৮৫ ইং মোতাবেক ১৩.০৬.১৯৮৫ তারিখে বান্দরবানে একটি এবং কক্সবাজারে অপর একটি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ, লালন এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আরও অধিকতর ফলপ্রসু ও সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ০৫.০৪.১৯৮৮ তারিখের সদয় অনুমোদন অনুসারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - শাঃ ৭/উসাই/৬-৭/৮৭ তারিখ : ০৪.০৮.১৯৮৮ ইং/ ২০.০৪.১৩৯৫ বাং মোতাবেক ০১ জুলাই ১৯৮৮ তারিখ হতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরে এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা হিসেবে একটি স্বতন্ত্র **উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট** স্থাপন করা হয় এবং রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের বান্দরবানে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়কে বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)'এর ২৩(খ) ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক বিগত ২১.১১.১৯৯৩ তারিখে সম্পাদিত এবং ০১ মে ১৯৯৩ ইং/ ১৮ বৈশাখ ১৪০০ বাং তারিখ হতে কার্যকর হওয়া চুক্তিনামা অনুসারে বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটকে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের (তদানীন্তন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ) নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গত ৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০** (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, এপ্রিল ১২, ২০১০ তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে। এ আইন বলবৎ হবার সাথে সাথে এ প্রতিষ্ঠান **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান** নামে অভিহিত এবং স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পূর্বনাম **উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান**'এর স্থলে **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান** ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান পার্বত্য জেলার ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও জীবনধারার উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করে তাদের সংস্কৃতি চর্চা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে এ জেলার প্রতিটি এলাকায় সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি উপজেলায়, বিশেষত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে ও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর গবেষণা পরিচালনাপূর্বক তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখার অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ ইনস্টিটিউটকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯০-১৯৯৪ মেয়াদে **বান্দরবানে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স নির্মাণ** শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১.১৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন করে ৪৬৫ বর্গমিটার আয়তনের একটি তিনতলা প্রশাসনিক ভবন ও ৪৫ বর্গমিটার আয়তনের একটি গ্যারেজ-কাম-ড্রাইভার

শেড নির্মাণ করা হয়। অতঃপর অবকাঠামোগত ও অন্যান্য চাহিদা পরিপূরণের মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলা তথা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে তাদের সংস্কৃতি চর্চার মান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর গবেষণা পরিচালনাপূর্বক তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি করার জন্য এ ইনস্টিটিউটের অধীনে ১৯৯৯-২০০৬ মেয়াদে **বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়)** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,১৫৬ বর্গমিটার আয়তনের একটি দোতলা জাদুঘর-কাম-গ্রন্থাগার ভবন, ৮৯২ বর্গমিটার আয়তনের একটি দোতলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-হোস্টেল ভবন, ৪০০ আসনবিশিষ্ট একতলা মিলনায়তনসহ ১,৪৪৭ বর্গমিটার আয়তনের একটি দোতলা অডিটরিয়াম ভবন, ৯২৯.৩৫ বর্গমিটার আয়তনের কর্মকর্তাদের জন্য ৬ ইউনিটের একটি তিনতলা আবাসিক ভবন, ৬০০ বর্গমিটার আয়তনের কর্মচারীদের জন্য ৬ ইউনিটের একটি তিনতলা আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ইনস্টিটিউটের জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য চাহিদা পরিপূরণের মাধ্যমে এ জেলার সকল স্তরের ব্যাপক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম অংশের লোকদের উপর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কর্ম ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করতে এ ইনস্টিটিউট সক্ষমতা লাভ করেছে। এর ফলস্বরূপ এ অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চার মান উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অধিকতর উন্নত ও বিকশিত হয়েছে। সর্বোপরি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আকারে তুলে ধরতে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকশিল্পীগণকে আবহমানকাল থেকে লালিত তাদের লোকসংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডারকে সযত্নে লালন করে বিলুপ্তি ও বিকৃতির করাল গ্রাস হতে রক্ষা করতে আরও অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ সমৃদ্ধতর করার পাশাপাশি নন্দন সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার যুগোপযোগী বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানমূলক সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যাবে।

কার্যাবলি :

ক. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা।

খ. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেই সব বিষয়ে পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা এবং প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করা।

গ. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন, স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঙ. নিজ ও সরকারি সহায়তায় দেশে ও বিদেশে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরা।

চ. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ছ. ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চারুকলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

জ. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠনসমূহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

ঝ. কৃতী ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মানী প্রদান করা।

ঞ. কৃতী ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করা।

ট. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহপূর্বক জাদুঘর স্থাপন করা।

ঠ. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

ড. বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঢ. উপরি-উক্ত কার্যাবলি এবং প্রতিষ্ঠানের আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা; এবং

ণ. প্রতিষ্ঠানের আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

নির্বাহী পরিষদ : ০৩ আগস্ট ২০২২ - ০২ আগস্ট ২০২৫

ক. চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	:	সভাপতি
খ. যুগ্মসচিব/উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	:	সদস্য
গ. উপসচিব (সমন্বয়), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	:	সদস্য
ঘ. জনাব সিঅং খুমী, সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	:	সদস্য
ঙ. জনাব থোয়াই চিং প্রু নিলু, প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বান্দরবান শাখা	:	সদস্য
চ. জনাব গাব্রিয়েল ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, কথোয়াইন (ভালনারেবল পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন), বান্দরবান	:	সদস্য
ছ. জনাব বোধি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সিনিয়র শিক্ষক, রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান	:	সদস্য
জ. জনাব সিংচং ম্রো, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়াই-মুভস, বিএনকেএস, বান্দরবান	:	সদস্য
ঝ. মিসেস লালথানজুয়াল বম, প্রধান শিক্ষক, ক্যাচিংঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবান		
ঞ. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	:	সদস্য-সচিব

সাংগঠনিক কাঠামো :

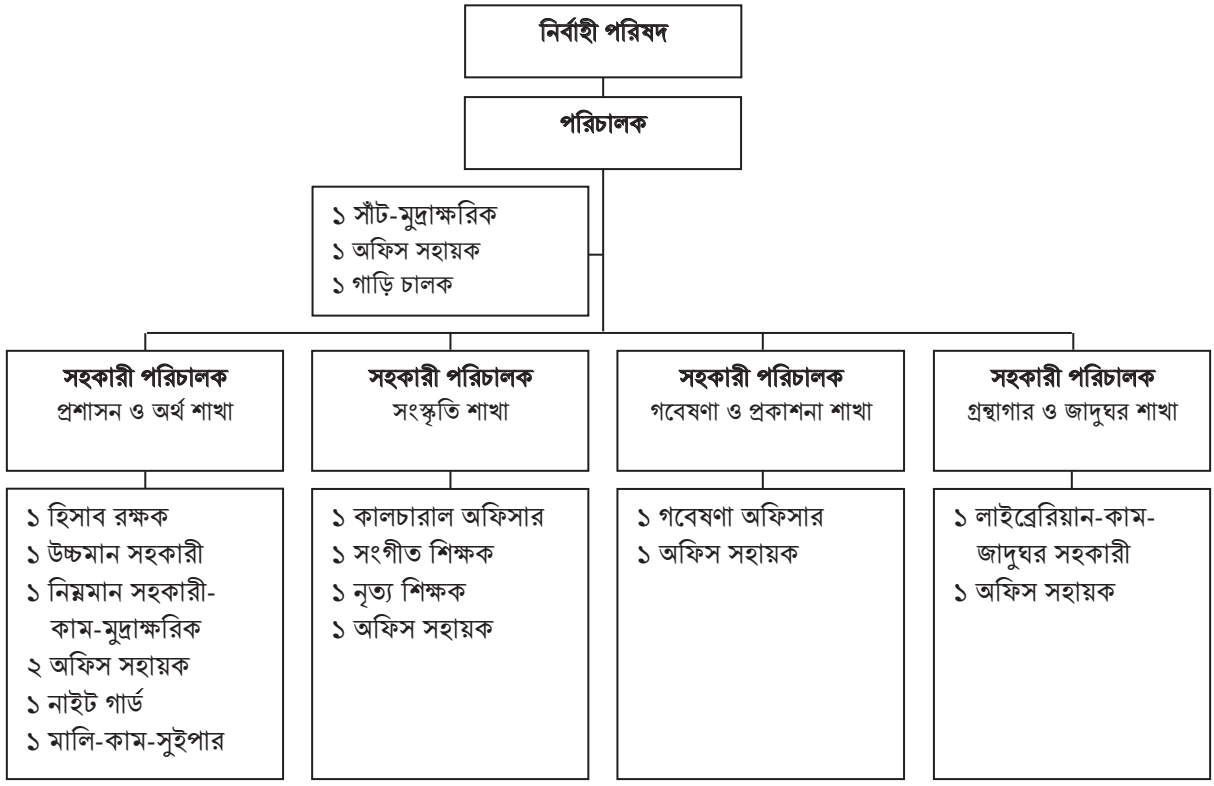

সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি : ২০২২-২০২৩

০১) এক মাস মেয়াদি (৩০ কর্মদিবস হিসেবে) মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা ও খেয়াং সংগীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ২২টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৮২ জন।

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়/ বিবরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংখ্যা
ক.	মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	৭	১৬৩
খ.	মারমা সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৩২
গ.	মারমা লোকনাট্য অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স	২	৫০
ঘ.	ত্রিপুরা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	৩	৮৪
ঙ.	তঞ্চঙ্গ্যা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	৩	৯৮
চ.	তঞ্চঙ্গ্যা লোকসংগীত গেংগুলী প্রশিক্ষণ কোর্স	১	১৫
ছ.	বম নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	২	৬৩
জ.	ম্রো নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	২	৫৪
ঝ.	খিয়াং নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স	১	২৩
	মোট :	**২২**	**৫৮২**

০২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ৪টি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় নাটক, থিয়েটার ও লোকনাট্য মঞ্চায়ন কর্মসূচির আওতায় মারমা, খেয়াং, বম ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় নাটক মঞ্চায়ন ৪টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৭০ জন।

ক্রম	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	নাটকের নাম	মঞ্চায়নের স্থান
ক.	মারমা নাটক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১৮	'রাইত্রোয়া লোক্চাঃখ্রাঃঙ' (গ্রামীণ জীবনধারা)	থোয়াইংগ্য পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা
খ.	খিয়াং নাটক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	১৭	'আওয়া লম্' (আলোকিত পথ)	গুংগুরু মধ্যম পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা
গ.	বম নাটক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স (৩য় ব্যাচ)	১৮	'ত্লাইতনহ্নাক (বন্ধন)'	লাইমি পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা
ঘ.	তঞ্চঙ্গ্যা নাটক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স (৪র্থ ব্যাচ)	১৭	'মুসঙে আগাই যেবং' (সম্মুখ অগ্রযাত্রা)	বটতলী পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা
	মোট :	**৭০**	---	---

০৩) বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১ এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৯টি। পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৬টি। মোট পুরস্কারের সংখ্যা ৮২০টি।

০৪) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১৪ আগস্ট ২০২১ হতে ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী নিম্নবর্ণিত অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হয়।

ক. ১৪ আগস্ট ২০২১ অনলাইনভিত্তিক আলোচনা সভা 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু',

খ. ১৫ আগস্ট ২০২১ অনলাইনভিত্তিক শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে আবৃত্তি 'জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণ',

গ. ১৬ আগস্ট ২০২১ অনলাইনভিত্তিক গানের আসর 'বঙ্গপিতা তুমি ফিরে এসো',

ঘ. ১৭ আগস্ট ২০২১ অনলাইনভিত্তিক 'জাতির পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর' এবং

ঙ. ১৮ আগস্ট ২০২১ অনলাইনভিত্তিক 'জাতির পিতা রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ' আয়োজন করা হয়।

০৫) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২৬ আগস্ট ২০২১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭ (সতেরো) দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলার সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসাই, খিয়াং, চাক, খুমী এবং পাংখোয়া সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'মুজিববর্ষ উপজেলাভিত্তিক অনলাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১' আয়োজন করা হয়।

০৬) স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৮ (আট) দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসাই, খিয়াং, চাক, খুমী এবং পাংখোয়া সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জেলা পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১" আয়োজন করা হয়।

০৭) গত ০৯ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের থোয়াইংগ্য পাড়ার জনাব উ বা নু মার্মা'র জুমে 'মারমাদের নবান্ন উৎসব কক্‌সইচাঃ পোয়েঃ ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত শুভ কক্‌সইচাঃ পোয়েঃ মঙ্গল শোভাযাত্রা, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, নতুন ধানের পিঠামেলা, মারমাদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে নবান্ন পরিবেশন করা হয়।

০৮) গত ২০ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের নোয়া পাড়ার প্রেনপং ম্রো'এর জুমে 'ম্রোদের নবান্ন উৎসব চমুংপক পই ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত শুভ চমুংপক পই মঙ্গল শোভাযাত্রা, জুমের নতুন ফসল উৎসর্গ ও প্রার্থনা, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, নতুন ধানের পিঠামেলা, ম্রোদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে নবান্ন পরিবেশন করা হয়।

০৯) গত ২৭ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের বেথানী পাড়ার জনাব লাল জুয়াল বম'এর জুমে 'বমদের নবান্ন উৎসব ফাথার বুহ্ তেম ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত ফাথার বুহ্ তেম মঙ্গল শোভাযাত্রা, জুমের নতুন ফসল উৎসর্গ ও প্রার্থনা, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, নতুন ধানের পিঠামেলা, বমদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদেরকে নবান্ন পরিবেশন করা হয়।

১০) গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকাল ০৩.৩০ টায় বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক (সম্প্রচারিত) বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে শপথ অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিল্পী ও শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০ (এক শত) জন অংশগ্রহণ করেন।

১১) গত ২৯ মার্চ ২০২২ মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাথে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে চাকমা ভাষায় রচিত প্রথম গীতিনৃত্যনাট্য 'রাধামন ধনপুদি' এবং দুই ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মং সুই প্রু চৌধুরী।

১২) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে গত ২৬ বৈশাখ ১৪২৯ (০৯ মে ২০২২) সোমবার আলোচনা সভা ও একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আগুনের পরশমণি' আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ সোমবার দিনব্যাপী আয়োজিত 'রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪২৯/২০২২'এর বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। মোট পুরস্কার ৪৯টি।

১৩) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ (২৮ মে ২০২২) শনিবার আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আমি যার নূপুরের ছন্দ' আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে গত ১৯ মে ২০২২ বৃহস্পতিবার ও ২০ মে ২০২২ শুক্রবার দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'নজরুল জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪২৯/২০২২'এর বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। মোট পুরস্কার ৬১টি।

১৪) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা ২০২১'এর আওতায় গত ১৭ জুন ২০২২ শুক্রবার "বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম'এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী ২০২২" উদ্‌যাপন উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয় ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। অতঃপর ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে ইনস্টিটিউটের ৫২ জন শিশু শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ৫২ শিশু কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ মঙ্গলবার দিনব্যাপী আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২, রচনা প্রতিযোগিতা ২০২১, সুবর্ণজয়ন্তী রচনা প্রতিযোগিতা, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জেলা পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১, মুজিববর্ষ উপজেলাভিত্তিক অনলাইন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - বান্দরবান সদর উপজেলা'র পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ৫১ শিশু কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনকারী শিক্ষার্থীদের প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি : ২০২২-২০২৩

০১) দুই মাস মেয়াদি (৬০ কর্মদিবস হিসেবে) মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা, খুমী ও চাকমা অর্থাৎ ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)' আয়োজন ১৯টি। মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪৫ জন।

ক্রম	কোর্সের বিবরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী
ক.	মারমা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	৫	১৫৬
খ.	ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	৩	৮২
গ.	তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	৪	১১৮
ঘ.	ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	২	৪৯
ঙ.	বম ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	২	৬২
চ.	চাক ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	২	৫৫
ছ.	চাকমা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)	১	২৩
	মোট :	**১৯**	**৫৪৫**

০২) 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মাসব্যাপী ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামের লবিতে 'বর্ণমালা মেলা' আয়োজন করা হয়।

০৩) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা পরীক্ষা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে গত ১৯ মে ২০২২ বৃহস্পতিবার হতে ০৩ জুন ২০২২ শুক্রবার পর্যন্ত (ক) মারমা ভাষা, (খ) বম ভাষা, (গ) ম্রো ভাষা, (ঘ) তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা, (ঙ) চাক ভাষা, (চ) ত্রিপুরা ভাষা, (ছ) খুমী ভাষা ও (জ) চাকমা ভাষা অর্থাৎ ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০২১' আয়োজন করা হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ক 'রচনা প্রতিযোগিতা ২০২১' এবং 'সুবর্ণজয়ন্তী রচনা প্রতিযোগিতা' আয়োজন করা হয়। মোট পুরস্কার ২০২টি।

০৪) শুভ নবান্ন উৎসব ১৪২৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২৪ জুন ২০২২ 'তঞ্চঙ্গ্যা নৃ-গোষ্ঠীর নবান্ন উৎসব - নোয়াভাত খানা' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মোট রিসোর্স পারসন ৫৩ জন।

গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি : ২০২২-২০২৩

০১) দুই মাস মেয়াদি (৬০ কার্যদিবস হিসেবে) মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, চাকমা ও খেয়াংদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন (কেবল নারীদের জন্য) ০৮টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা ১৫৬ জন।

০২) ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

সেকশন ৩

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন*		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	
						২০২০-২১	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৫টি)														
[১] সংস্কৃতিসচেতন আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন	২৫	[১.১] এক মাস মেয়াদি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ এবং চিত্রাঙ্কন (শিশুদের জন্য) প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন	[১.১.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	৪.০০	২২	২২	২২	২১	২০	১৯	১৮	২২	২২
			[১.১.২] প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	সংখ্যা	৪.০০	৫৮০	৫৮২	৫৮০	৫৭০	৫৬৫	৫৬০	৫৫৫	৫৮২	৫৮৫
		[১.২] সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন	[১.২.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	১.০০	৪	৪	৪	৩	২	১	---	৪	৪
			[১.২.২] প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	সংখ্যা	১.০০	৬৯	৭০	৬৯	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৬৯	৭০
		[১.৩] আবহমান বাংলা সংস্কৃতির চার বছর মেয়াদি কণ্ঠ সংগীত ও নৃত্য (ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কোর্স আয়োজন	[১.৩.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	১.০০	---	---	৩	২	১	---	---	৩	৩
			[১.৩.২] প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	সংখ্যা	১.০০	---	---	১০২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	১০২	১০২
		[১.৪] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাংলা নববর্ষ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু ও অন্যান্য উৎসব এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন	[১.৪.১] আয়োজিত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	২.০০	৯	৯	৯	৮	৭	৬	৫	৯	১০
			[১.৪.২] পুরস্কার বিতরণ	সংখ্যা	২.০০	৮১৫	৮২০	৮১৮	৮১৫	৮১০	৮০৫	৮০০	৮২১	৮২৩
			[১.৪.৩] আয়োজিত অনুষ্ঠান	সংখ্যা	২.০০	১৬	১৬	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১৬	১৬
		[১.৫] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন	[১.৫.১] আয়োজিত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১.০০	১	১	১	---	---	---	---	১	১
			[১.৫.২] পুরস্কার বিতরণ	সংখ্যা	১.০০	৩৩	৩৪	৩৩	২৮	২৫	২০	১৫	৩৩	৩৫
			[১.৫.৩] আয়োজিত অনুষ্ঠান	সংখ্যা	১.০০	১	১	১	---	---	---	---	১	১
		[১.৬] ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন	[১.৬.১] আয়োজিত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১.০০	১	১	১	---	---	---	---	১	১
			[১.৬.২] পুরস্কার বিতরণ	সংখ্যা	১.০০	৩০	৩৩	৩২	২৮	২৫	২০	১৫	৩২	৩৫
			[১.৬.৩] আয়োজিত অনুষ্ঠান	সংখ্যা	১.০০	১	১	১	---	---	---	---	১	১
		[১.৭] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় নাটক মঞ্চায়ন	[১.৭.১] মঞ্চস্থ নাটক	সংখ্যা	১.০০	৪	৪	৪	৩	২	১	---	৪	৪

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন*		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	
						২০২০-২১	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৫টি)														
[২] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস সংরক্ষণ এবং লোকজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক চেতনার লালন	২৫	[২.১] ৩-৬ মাস মেয়াদি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকনাট্য অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন	[২.১.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	১.০০	১	২	১	---	---	---	---	১	১
			[১.১.২] প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	সংখ্যা	১.০০	৪০	৭৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪২	৪৫
		[২.২] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন	[২.২.১] আয়োজিত উৎসব	সংখ্যা	৪.০০	৩	৩	৩	২	১	---	---	৩	৩
			[২.২.২] অংশগ্রহণকারী শিল্পী	সংখ্যা	৪.০০	১১৯	১৭০	২৩৭	২৩০	২২৫	২২০	২১০	২৩৭	২৩৭
		[২.৩] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পিঠামেলা আয়োজন	[২.৩.১] আয়োজিত পিঠামেলা	সংখ্যা	৩.০০	১	৪	৪	৩	২	১	---	৪	৪
			[২.৩.২] প্রদর্শিত পিঠা	সংখ্যা	৩.০০	৪	২২	৩৭	৩৫	৩০	২৫	২০	৩৭	৩৭
		[২.৪] দুই মাস মেয়াদি ৯টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন (কেবল নারীদের জন্য)	[২.৪.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	৪.০০	৭	৮	৭	৬	৫	৪	৩	৭	৮
			[২.৪.২] অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	৪.০০	১৩৮	১৫৬	১৩৮	১৩০	১২৫	১২০	১১৫	১৩৮	১৫৬
		[২.৫] ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ	[২.৫.১] সংগৃহীত সামগ্রী	সংখ্যা	১.০০	১৫	১৮	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৮	১৮
[৩] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও বর্ণমালা সমৃদ্ধকরণ এবং সমকালীন শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ সাধন	২০	[৩.১] দুই মাস মেয়াদি ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা (অক্ষর জ্ঞান) শিক্ষা কোর্স আয়োজন	[৩.১.১] আয়োজিত কোর্স	সংখ্যা	৪.০০	১৯	১৯	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	২০	২০
			[৩.১.২] শিক্ষা গ্রহণকারী	সংখ্যা	৪.০০	৫৪২	৫৪৫	৫৪৫	৫৪০	৫৩৫	৫৩০	৫২৫	৫৬০	৫৬২
		[৩.২] ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন	[৩.২.১] আয়োজিত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	৪.০০	৯	৯	৯	৮	৭	৬	৫	৯	৯
			[৩.২.২] পুরস্কার বিতরণ	সংখ্যা	৪.০০	২০২	২০২	২০২	১৯৫	১৯০	১৮৫	১৮০	২০৫	২০৫
		[৩.৩] বাংলা নববর্ষ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে কর্মশালা আয়োজন	[৩.৩.১] আয়োজিত কর্মশালা	সংখ্যা	২.০০	২	১	২	১	---	---	---	২	২
			[৩.৩.২] অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	২.০০	৪৬	৫৩	১০২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	১০২	১০২
		[৩.৪] অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	[৩.৪.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সংখ্যা	১.০০	---	১	১	---	---	---	---	১	২
			[৩.৪.২] সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন (এপিএ, এসডিজি, এনএসএসএস, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা)	সংখ্যা	১.০০	---	১	১	---	---	---	---	২	২

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স

এক মাস মেয়াদি মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
তংপ্রু পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

এক মাস মেয়াদি মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়

এক মাস মেয়াদি ত্রিপুরা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
কালাঘাটা, বান্দরবান পৌরসভা

এক মাস মেয়াদি মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
বালাঘাটা, বান্দরবান পৌরসভা

এক মাস মেয়াদি তঞ্চঙ্গ্যা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
নোয়াপতং, রোয়াংছড়ি উপজেলা

এক মাস মেয়াদি মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
রুমা বাজার, রুমা উপজেলা

এক মাস মেয়াদি বম নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
বেথেল পাড়া, রুমা উপজেলা

এক মাস মেয়াদি মারমা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
রোয়াংছড়ি পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

এক মাস মেয়াদি ম্রো নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
সুয়ালক, বান্দরবান সদর উপজেলা

এক মাস মেয়াদি খেয়াং নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
গুংগুরু পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

এক মাস মেয়াদি ত্রিপুরা নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
অন্তহা ত্রিপুরা পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

এক মাস মেয়াদি ম্রো নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স
আশার আলো হোস্টেল, থানচি উপজেলা

তিন মাস মেয়াদি মারমা লোকনাট্য পাংখুং অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স
তালুকদার পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

তিন মাস মেয়াদি মারমা লোকনাট্য জ্যাত্ অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স
বুড়ি পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও
মারমা নাটক মঞ্চায়ন, থোয়াইংগ্য পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও
খেয়াং নাটক মঞ্চায়ন, গুংগুরু পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও
বম নাটক মঞ্চায়ন, লাইমি পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও
তঞ্চঙ্গ্যা নাটক মঞ্চায়ন, বটতলী পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স (কেবল নারীদের জন্য)

দুই মাস মেয়াদি মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, আমতলী মারমা পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, বাঘমারা, বান্দরবান সদর উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, গজালিয়া, লামা উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, শিলেরতুয়া মারমা পাড়া, লামা পৌরসভা

দুই মাস মেয়াদি খেয়াংদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, খামতাং পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স, ইয়াংছা, লামা উপজেলা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা শিক্ষা কোর্স

দুই মাস মেয়াদি মারমা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
শিলেরতুয়া মারমা পাড়া, লামা পৌরসভা

দুই মাস মেয়াদি মারমা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
ইয়াংছা বড় পাড়া, লামা উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
মহামুনি শিশু সদন, লামা পৌরসভা

দুই মাস মেয়াদি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
বাঘমারা, বান্দরবান সদর উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
বিলছড়ি, লামা উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি বম ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
লাইমি পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
ম্রো কল্যাণ ছাত্রাবাস, আলীকদম উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি চাক ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি চাকমা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
বালাঘাটা, বান্দরবান পৌরসভা

দুই মাস মেয়াদি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
রেইছা সিনিয়র পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা

দুই মাস মেয়াদি চাক ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
কালাঘাটা, বান্দরবান পৌরসভা

দুই মাস মেয়াদি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান)
রাজবিলা, বান্দরবান সদর উপজেলা

মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০২১

ম্রো ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা, ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়
সুয়ালক, বান্দরবান সদর উপজেলা

ত্রিপুরা ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা
কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবান পৌরসভা

বম ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা
রেইছা উচ্চ বিদ্যালয়, রেইছা, বান্দরবান সদর উপজেলা

চাকমা ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা, বান্দরবান বৌদ্ধ
অনাথালয় নিম্নমাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান

খুমী ভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

মারমাদের নবান্ন উৎসব কক্সইচাঃ পোয়েঃ ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১

শুভ কক্সইচাঃ পোয়েঃ মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রধান অতিথি কর্তৃক জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল পরিদর্শন

প্রধান অতিথি কর্তৃক নতুন ধানের পিঠামেলা পরিদর্শন

মারমাদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে মাঙ্গলিক লোকনৃত্য পোয়েঃউঃ আকা পরিবেশন

মারমাদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে পাংখুংসে লোকনৃত্য পরিবেশন

মারমাদের নবান্ন উৎসব কক্সইচাঃ পোয়েঃ ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা পর্বে ইনস্টিটিউট পরিচালকের স্বাগত বক্তব্য প্রদান

ম্রোদের নবান্ন উৎসব চমুংপক পই ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১

শুভ চমুংপক পই মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রধান অতিথি কর্তৃক নতুন ধানের পিঠামেলা পরিদর্শন

প্রধান অতিথি কর্তৃক জুমের নতুন ফসল পরিদর্শন

প্রধান অতিথি কর্তৃক জুমচাষের সরঞ্জামাদি পরিদর্শন

ম্রোদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১
উপলক্ষে ম্রো লোকসংগীত মেং পরিবেশন

ম্রোদের নবান্ন উৎসব চমুংপক পই ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১
উপলক্ষে প্রধান অতিথি জনাব এ টি এম কাউছার হোসেন,
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ'এর বক্তব্য প্রদান

বমদের নবান্ন উৎসব ফাথার বুহ্ তেম ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১

শুভ ফাথার বুহ্ তেম মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রধান অতিথি কর্তৃক জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল পরিদর্শন

প্রধান অতিথি কর্তৃক নতুন ধানের পিঠামেলা পরিদর্শন

বমদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে বম লোকসংগীত পরিবেশন

বমদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে বম লোকনৃত্য পরিবেশন

বমদের নবান্ন উৎসব ফাথার বুহ্ তেম ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২১ উপলক্ষে প্রধান অতিথি জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা'র বক্তব্য প্রদান

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন/ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলা ও ১১টি নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি পরিবেশন

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীর একুশের কবিতা আবৃত্তি

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব সত্যহা পানজি ত্রিপুরা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ'এর বক্তব্য প্রদান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী বর্ণমালা মেলা আয়োজন

অতিথিগণের ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী আয়োজিত বর্ণমালা মেলা পরিদর্শন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

৫১ শিশু কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা'র বক্তব্য প্রদান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'এর পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র
শেখ রাসেলের জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষে
শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষে
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের
শিশু শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২১ উপলক্ষে
মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২১ উপলক্ষে
ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে
মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথ অনুষ্ঠানে
অংশগ্রহণের জন্য আয়োজিত র‍্যালির শুভ সূচনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম
বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
কর্তৃক শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আয়োজিত র‍্যালি

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথ
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ র‍্যালি দলের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক
মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়
প্রদত্ত ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশন

স্মরণীয়-বরণীয়গণের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী ২০২২ উপলক্ষে ইউ কে চিং বীর বিক্রম'এর স্ত্রী ও শিশুদের নিয়ে কেক কাটছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর স্ত্রী'কে সম্মানী প্রদান করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী ২০২২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম-এর জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'এর পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশন

বর্ষবরণ ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজন

মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব মাহা সাংগ্রাইং পোয়েঃ উপলক্ষে সাংগ্রাইং মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব মাহা সাংগ্রাইং পোয়েঃ উপলক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠ পূজা অনুষ্ঠান

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মারমা শিক্ষার্থীদের পাখা নৃত্য পরিবেশন

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের ম্রো শিক্ষার্থীদের চাংক্রান নৃত্য পরিবেশন

১৩৮৪ সাক্করই মারমা বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মারমা শিক্ষার্থীদের য়ইং নৃত্য পরিবেশন

মাহা ওয়াগ্যোয়াই পোয়েঃ ১৩৮৩ সাক্করই (পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমা) উপলক্ষে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি অনুষ্ঠান

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ এবং কর্মশালা আয়োজন

মুজিববর্ষ উপজেলাভিত্তিক অনলাইন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জেলা পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'এর পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

সুবর্ণজয়ন্তী রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

রচনা প্রতিযোগিতা ২০২১'এর পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়

মুজিববর্ষ উপজেলাভিত্তিক অনলাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'এর পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করছেন জনাব অসীম কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব (লাইব্রেরি), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তৎকালীন)

শুভ নবান্ন উৎসব ১৪২৮ উপলক্ষে 'তঞ্চঙ্গ্যা নৃ-গোষ্ঠীর নবান্ন উৎসব - নোয়াভাত খানা' শীর্ষক কর্মশালা

বিভিন্ন ভবন, অবকাঠামো ও অন্যান্য

প্রশাসনিক ভবন

অডিটরিয়াম

জাদুঘর

গ্রন্থাগার

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-হোস্টেল

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
Web : ksibandarban.portal.gov.bd
E-mail : dir.ksibban@gmail.com

বনতুলি
Bonatuli Printing Press
01558-603066